যুগান্তর

তারিখ ... 10 JUL 2005
পৃষ্ঠা ~ ২৪ কলাম ~ ১

# বোর্ডওয়ারি পরীক্ষার ফলাফল

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডওয়ারি পাস-ফেলের হিসাব গতকাল একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের রিপোর্টার ও প্রতিনিধিরা জানান–

ঢাকা বোর্ড : এবার ঢাকা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ১৯ হাজার ৬৪৯ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ১৮ হাজার ৬৭৪ জন। পাস করেছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৬৩ জন। পাসের হার ৫২ দশমিক ৮৫ ভাগ। এই বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরাই সারাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর সংখ্যা ৬ হাজার ১৭৪ জন। এছাড়া ৪ থেকে ৫ পয়েন্ট পেয়েছে ২২ হাজার ১৬১ জন, সাড়ে ৩ থেকে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে ২০ হাজার ৪৩১ জন, ৩ থেকে সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে ২৬ হাজার ৯৫০ জন, ২ থেকে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে ৩৫ হাজার ৫৯৬ জন এবং ১ থেকে ২ পয়েন্ট পেয়েছে ৪ হাজার ২৫১ জন।

রাজশাহী প্রতিনিধি : এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে পাস করেছে ৮৮ হাজার ৪১ জন। পাসের হার ৪৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ২৭৬ জন। এবার ২ লাখ ৫ হাজার ৮৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৪ হাজার ১৩৭ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়।

রাজশাহী বোর্ডে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের রেজাল্ট ভাল। ছেলেদের ৪৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ পাস করেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এর হার ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে ৫৬ দশমিক ৪৯, মানবিক বিভাগে ৩০ দশমিক ৩৬ ও বাণিজ্য বিভাগে ৪৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ পাস করেছে। পাসকৃতদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ২৭৬ জন (১.৬০%), জিপিএ ৪<৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ৪০৮ জন (৬.৫৭%), জিপিএ ৩.৫<৪ পেয়েছে ১৩ হাজার ৪৭৭ জন (৬.৬০%), জিপিএ ৩<৩.৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৮২৮ জন (৮.৭৩%), জিপিএ ২<৩ পেয়েছে ৩৩ হাজার ১৯৬ জন (১৬.২৬%), জিপিএ ১<২ পেয়েছে ৬ হাজার ৮৫৬ জন (৩.৩৬%)।

গতবারের (৪৫.৫২%) তুলনায় এবার ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ কম পাস করেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল গতবারের (৫১.৮৭%) তুলনায় ভাল হলেও মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের এবার পাসের হার অনেক কমে গেছে। গতবার মানবিক বিভাগে পাসের হার ছিল ৩৯ দশমিক ৩৮ এবং বাণিজ্য বিভাগের পাসের হার ছিল ৫০ দশমিক ১০।

কুমিল্লা : এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৫৫ দশমিক ৮৯ ভাগ, যা গত বছরের তুলনায় দশমিক ৭১ ভাগ বেশি। এছাড়াও গত বছরের তুলনায় বিগুণেরও বেশি ১ হাজার ৪০৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গত, বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬০৯ জন।

বোর্ড অফিস সূত্র জানায়, কুমিল্লা বোর্ডের আওতায় বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালীর ৬টি জেলার মোট এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৮৭ হাজার ৩৩৩ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮৬ হাজার ৯৪৩ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৮ হাজার ৫৯৩ জন। পাস করা পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ২৭ হাজার ৪৭৩ এবং ছাত্রী সংখ্যা ২১ হাজার ১২০ জন। বিভাগওয়ারি পাসের হার বিজ্ঞান বিভাগে ৬৮ দশমিক ১৪ ভাগ, মানবিক বিভাগে ৪২ দশমিক ৪২ ভাগ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৫৫ দশমিক ২১ ভাগ। মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৫২ ভাগ এবং মেয়েদের পাসের হার ৪৪ দশমিক ১৯ ভাগ।

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ৪০৭ জন। তার মধ্যে বিজ্ঞান গ্রুপে সর্বোচ্চ ১ হাজার ১৮৩ জন, ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপে ২১০ জন এবং মানবিক বিভাগে সর্বনিম্ন ১৪ জন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩৪ জন ছাত্র এবং ৪৭৩ জন ছাত্রী। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এ বোর্ডের পাসের হার ছিল এ বছরের তুলনায় দশমিক ৭১ ভাগ কম। চলতি বছরের ফলাফল বিগত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ১৯৯৭ সালে এ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় ৬১ দশমিক ১৮ ভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বরিশাল বোর্ড : শনিবার ঘোষিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে সবচেয়ে ভাল ফল করেছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। এদিকে শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ২৯টি স্কুল থেকে একজনও পাস করেনি। ফলাফল বিবেচনায় শীর্ষস্থানীয় ১২টি স্কুলের মধ্যে ৯টি সরকারি। বরিশাল মহানগরীতে ৫২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৭টি বোর্ড পার্সেন্টেজ পায়নি।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এ বছর ৫২ হাজার ৩১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২২ হাজার ৭০৮ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৩.৪১। গত বছর পাসের হার ছিল ৪৭.৫৬। পাস করাদের মধ্যে ১২ হাজার ৬৯৩ জন ছাত্র এবং ১০ হাজার ১৫ জন ছাত্রী। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৫৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এ বছর মোট ৩৮২ জন পরীক্ষার্থী 'এ প্লাস' পেয়েছে। এ সংখ্যা গত বছরের ফলাফলের প্রায় দ্বিগুণ।

সিলেট বোর্ড : চলতি বছরে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৪৮ দশমিক ৪৭। যা গতবারের চেয়ে প্রায় ৪ ভাগ কম। এবার পাসের হার কমলেও বোর্ডের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ৪৭৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। যা গতবারের চেয়ে ১২৫ জন বেশি। ৩০১ জন ছেলে ও ১৭২ জন মেয়ে এ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়। সর্বাধিক জিপিএ পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীরা। এই বিভাগে ৪৫৫ জন জিপিএ-৫ লাভ করে। এর মধ্যে ছেলে ২৯২ জন ও মেয়ে ১৬৩ জন। মানবিক বিভাগের সর্বাধিক পরীক্ষার্থী থাকলেও সবচেয়ে কম মাত্র ৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ বিভাগের ৬টি জিপিএ-৫-এর মধ্যে ৫টি মেয়েরা ও একটি পেয়েছে ছেলে। ব্যবসায় শিক্ষা ১২টি জিপিএ-৫ এর মধ্যে ছেলেরা পেয়েছে ৮টি এবং মেয়েরা ৪টি। সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবার মোট ২৯ হাজার ৬২২ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে ছেলে ছিল ১৪ হাজার ২৪১ জন এবং মেয়ে ১৫ হাজার ৩৮১ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১৪ হাজার ২৮০ জন। এর মধ্যে ছেলে ৭ হাজার ৩৪৫ জন এবং মেয়ে ৬ হাজার ৯৩৫ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৮২। এই বিভাগে মোট ৯ হাজার ২ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে ৫ হাজার ২০০ জন ছেলে পরীক্ষা দিলেও পাস করেছে ৩ হাজার ৪৪৩ জন। ৩ হাজার ৭৭৬ জন মেয়ে পরীক্ষা দিলেও পাস করেছে ২ হাজার ৩৭৫ জন। মানবিক বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ হাজার ৮৬৩ জন। তার মধ্যে পাস করেছে ৭ হাজার ৪২২ জন। পাসের হার ৩৯ দশমিক ৬২। ৭ হাজার ৭২৪ জন ছেলে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ৩ হাজার ১২৯ জন। ১১ হাজার ৯ জন মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে ৪ হাজার ২৯৩ জন।